ইত্তেফাক

তারিখ ২৯/৬/৮১
পৃষ্ঠা
22

আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট

দেশের দ্বিতীয় আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৭৪ সালের পর ছয় বছরের মাথায় দশ বছর অন্তর অন্তর লোক গণনার স্বাভাবিক ধারাটি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য গত মার্চ মাসে সেই মধ্যবর্তী লোক গণনার ব্যবস্থা করা হয়। লোক গণনার এই প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের লোকসংখ্যা এখন প্রায় ৯ কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২'৩৬ জন দেখানো হইলেও এই শতাব্দীর শেষের দিকে ৫৫ হাজার বর্গমাইল এই দেশটিতে জনসংখ্যার যে পরিমাণ দাঁড়াইবে তাহাকে উদ্বেগজনক না বলিয়া উপায় নাই। তাছাড়া আদমশুমারির রিপোর্টে দেশের জনসংখ্যার যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার পরও কিছু লোক বাদ পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। পরিকল্পনা-মন্ত্রী ডঃ ফসিহউদ্দীন মাহতাবও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষেত্রে আমাদের মতো দেশে আরও নানা বাস্তব অসুবিধাও আছে। লোক গণনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব, কুসংস্কার ও জনগণের মধ্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট ধারণা না থাকায় তথ্য সংগ্রহে সবসময়ই নানা প্রতিকূলতা থাকে। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই আদমশুমারির কাজ সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। তাই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের দেশে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সবসময়ই একটি কঠিন সমস্যা। একাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বহুক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হয়। তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সাফল্যও এ নিরিখেই বিচার করিতে হইবে। লোক গণনার সঠিক রিপোর্ট যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দলিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহাতে কেবল দেশের লোকসংখ্যাই প্রকাশিত হয় না, সেইসঙ্গে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাহাদের জীবনমানের একটি সাবলীল চিত্রও ফুটিয়া ওঠে।

লোক গণনার আলোচ্য রিপোর্টটিতে অবশ্য পেশার শ্রেণী-বিন্যাস, বেকার সংখ্যা, ভূমিহীনের পরিমাণ, বাড়ি-ঘরের সংখ্যা ও অবস্থা, বয়স কাঠামো ইত্যাদি বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। এসব তথ্য চূড়ান্ত রিপোর্টে প্রকাশিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কিন্তু এই রিপোর্ট হইতেই দেখা যায়, মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে যেখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিলো ৪৭ শতাংশ, ১৯৮১ সালের লোক গণনায় তাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মাথাপিছু মাত্র ৩৮ শতাংশে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, মাথাপিছু এই জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার অর্থ ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী কি কম তাহা নির্ভর করে সেই দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধির সহিত তাহা কতোটা সঙ্গতিপূর্ণ তাহার উপর। সেদিক হইতে সম্ভবত আমাদের স্বস্তি-লাভের উপায় নাই। এখন পর্যন্ত জাতীয় প্রবৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, ইহাই হইতেছে বাস্তব সত্য। তাছাড়া প্রতি বর্গ মাইলে ১৫৬৬ জন লোকের বসবাসের ফলে পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার যাবতীয় সমস্যার দ্বারাও আমরা কমবেশী আচ্ছাদিত। লোক গণনার ফলাফলের দিকে তাকাইয়া এসব দিক সম্পর্কেই অধিক ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।

দেশের দ্বিতীয় লোক গণনার ফলাফলের দিকে তাকাইয়া প্রথমেই যাহা চোখে পড়ে তাহা হইল এই বিপুল জনসংখ্যা। পরিকল্পিত পরিবার ও জনসংখ্যা রোধের এতো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ছয় বছরের ব্যবধানে আসিয়া তাহা ৯ কোটির মাথায় ঠেকিয়াছে। সীমিত সম্পদ ও উৎপাদনের লক্ষ্যহীনতার কথা মনে হইলে এই সমস্যাটি মুহূর্তেই আরো বড়ো হইয়া দেখা দেয়। না হইলে জনসংখ্যা কোনো দেশের জন্য কখনোই সমস্যা হইতে পারে না, সমস্যা হইতেছে সম্পদ সৃষ্টি করা ও জনসংখ্যাকে উৎপাদনের শক্তিতে পরিণত করিয়া জনসংখ্যার বোঝাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা। একাজে আমরা কতোখানি সফল হইয়াছি তাহা তর্ক সাপেক্ষ হইলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাটিই অব্যাহত আছে। দুশ্চিন্তার বিষয় হইতেছে ইহাই। লোক গণনার প্রাথমিক রিপোর্ট যদি এসব ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টি করিতে পারে তাহা হইলেই আদমশুমারির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।